আফ্রিকা সিরিজ

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

মুসলিমদের উত্তর আফ্রিকা বিজয়ের ইতিহাস

(সাহাবি ও তাবিয়িদের লিবিয়া, আলজেরিয়া
তিউনিসিয়া, মরক্কো ও মৌরিতানিয়া বিজয়)

আফ্রিকা সিরিজ

মুসলিমদের উত্তর-আফ্রিকা বিজয়ের ইতিহাস

(সাহাবি ও তাবিয়িদের লিবিয়া, আলজেরিয়া তিউনিসিয়া, মরক্কো ও মৌরিতানিয়া বিজয়)

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

ভাষান্তর

মুজাহিদুল ইসলাম

কালান্তর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৩

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৪৭০, US $ 20. UK £ 17

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-97834-2-8

Muslimder Uttar Africa
Bijoyer Etihas
by **Dr. Ali Muhammad Sallabi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
www.facebook.com/kalantordk
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher. except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

উৎসর্গ

গ্রন্থটি উৎসর্গ করছি অগ্রজ, পুণ্যবান, নিষ্কলুষ ও পবিত্র হৃদয়ের সম্মানিত সাহাবিদের প্রতি; তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী প্রাজ্ঞ আলিম, আল্লাহর পথে সংগ্রামী নিষ্ঠাবান মুজাহিদ, জানা ও মানার সমন্বয়কারী ফকিহ ও আল্লাহভীরু নেতাদের প্রতি।

এ ছাড়া শাশ্বত দীনের দাওয়াতের পথে জানমাল বিনিয়োগকারী, সমগ্র জীবনের সবটুকু অর্জনের নাজরানা পেশকারী সেসব ক্ষণজন্মা সেনাদের প্রতি, যাঁরা মানুষের জন্য চিরকল্যাণের সুসংবাদ ও সর্বনাশী অকল্যাণ থেকে সতর্কতার বার্তা নিয়ে পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম ঘুরে বেড়িয়েছেন।

আল্লাহর সুন্দরতম কল্যাণময় নাম এবং গুণাবলির অসিলায় মিনতি করি, এই গ্রন্থ রচনা কেবল তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত। তাঁর অনুগ্রহের দরবারে আশা রাখি, তিনি গ্রন্থটিকে সকল মুসলিমের কল্যাণের মাধ্যম বানিয়ে দেবেন। মহান আল্লাহর আশাজাগানিয়া বাণী—

যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাতের আশা রাখে, সে যেন সৎকাজ করে এবং তার প্রতিপালকের সঙ্গে কাউকে শরিক না করে। [সুরা কাহাফ : ১১০]

—আলি মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ সাল্লাবি

প্রকাশনীর কথা

আফ্রিকা—বিচিত্র এক মহাদেশ। ভারত মহাসাগরের পূর্বে ও ভূমধ্যসাগরের উত্তরে এর অবস্থান। আয়তন ও জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ এটি। তা ছাড়া এই আফ্রিকার আবিসিনিয়া হচ্ছে মুসলিমদের প্রথম হিজরতের স্থান। সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে আরব উপদ্বীপের বাইরে আফ্রিকাই প্রথম দেশ, যেখানে মুসলিমরা ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটান।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর খিলাফতকালে ২২ হিজরি—৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে উকবা ইবনু নাফি রাহ. উত্তর আফ্রিকা বিজয় করেন। এ ছাড়া প্রায় ৪০ জন সাহাবি ও অসংখ্য তাবিয়ির পদধূলিতে ধন্য এই ভূমি। তাঁদের হাত ধরেই এখানে ইসলামের সোনালি আভা ছড়িয়েছিল। এরপর দুর্ধর্ষ আর বেদুইন বার্বারদের কবলে থাকা এই অঞ্চলের মানুষগুলো নবি ও সাহাবিদের সুহবতধন্য শ্রেষ্ঠ মানুষদের সান্নিধ্যে এসে সোনার মানুষ হয়ে ওঠেন। গড়ে ওঠে কায়রাওয়ানের মতো অভিজাত শহর ও বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়—মাদরাসাতু কায়রাওয়ান। ফলে একসময় ইসলামপ্রচারের অনন্য এক কেন্দ্রে পরিণত হয় এই শহর ও অঞ্চল। কায়রাওয়ান হয়ে যায় ইসলামি বিশ্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঝাঁকে ঝাঁকে লোকেরা এখানে আসতে থাকে। আবার এখান থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বেরোতে থাকে মুজাহিদ কাফেলা।

মোটকথা, আফ্রিকা হচ্ছে ইসলামের একটি উর্বর ভূমি। এই মহাদেশের বেশির ভাগ ভূখণ্ডে ইসলাম তার প্রথমদিকেই বিস্তার লাভ করে। আজও ইসলামের বিকাশ ও বিস্তৃতি উল্লেখযোগ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও গবেষক ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি বিভিন্ন দেশ-মহাদেশ ও সাম্রাজ্যের সঠিক ইতিহাস জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। এরই অংশ হিসেবে *আল-ফাতহুল ইসলামি ফিশ-শিমালিল আফরিকি* বা *উত্তর আফ্রিকায় ইসলামের বিজয়ের ইতিহাস* নামে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি রচনা করেছেন।

গ্রন্থটিতে লেখক আফ্রিকার ইসলামপূর্ব অবস্থা ও শাসন, ইসলামপ্রবেশের যুগের সামাজিক অবস্থা, আয়তন ও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিয়েছেন। এরপর ইসলামের বিজয়াভিযান, আফ্রিকাবাসী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ইলামগ্রহণ,

মুসলিম মহাবীরদের ইমানদীপ্ত দাস্তান, কায়রাওয়ান শহর ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আরও আলোকপাত করেছেন উত্তর আফ্রিকায় ইসলামের ফুল ফোটানো মহান মুজাহিদদের নেতৃত্বগুণ ও তাঁদের রণকৌশল। বিজিত এলাকায় ইসলামি অনুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাঁদের কার্যবিবরণ, নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ ও মহানুভবতার মাধ্যমে সেখানকার বাসিন্দাদের হৃদয় জয় করার কলাকৌশল।

অনুবাদক মাওলানা মুজাহিদুল ইসলাম কঠিন এই গ্রন্থটি অত্যন্ত চমৎকারভাবে অনুবাদ করেছেন। ভাষা, বানান ও প্রুফ সমন্বয়ের কাজ করেছেন আমাদের সম্পাদক ও প্রকাশক আবুল কালাম আজাদ। তাঁকে সহযোগিতা করেছেন ইলিয়াস মশহুদ, মুতিউল মুরসালিন, আবদুল্লাহ মনির ও আলমগীর হুসাইন মানিক।

গ্রন্থটিতে প্রাচীন যুগের বিভিন্ন সাম্রাজ্য, জাতিগোষ্ঠী, শহর, ব্যক্তি ও জিনিসপত্রের অনেক নাম বেশ দুর্বোধ্য ও কঠিন। আমরা সেগুলো মূল আরবির সঙ্গে মিলিয়ে যথাসম্ভব শুদ্ধ রাখার চেষ্টা করেছি। কোথাও কোথাও এসব নামের পাশে ব্র্যাকেটে আরবি-ইংরেজিও জুড়ে দিয়েছি বা আধুনিক নাম দিয়েছি। কিছু টীকাও সংযুক্ত করেছি।

আমাদের অন্যান্য গ্রন্থের মতো এ গ্রন্থটিও বিন্যাস করেছি। অধ্যায়, পরিচ্ছেদ, শিরোনাম-উপশিরোনাম অনেকটা আমাদের পক্ষ থেকে সংযোজন-বিয়োজন করা হয়েছে, যাতে পাঠ সাবলীল থাকে এবং পাঠক বিরক্ত না হন বা পড়তে সমস্যা না হয়। সবমিলিয়ে বেশ চমৎকার হয়েছে গ্রন্থটি। পাঠক পড়ার সময় সেটা সহজেই বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। এতকিছুর পরেও কোথাও কোনো ভুল বা অসংগতি নজরে এলে আমাদের জানাবেন, আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

খতিব তাজুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
কালান্তর প্রকাশনী
২৪ জুন ২০২৩

অনুবাদকের কথা

উত্তর আফ্রিকা বলতে সাধারণত লিবিয়া, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো ও মৌরিতানিয়া বোঝানো হয়ে থাকে। ইসলামপূর্ব সময়ে এই জনপদে বার্বার, ফিনিশীয়, কার্থেজিনা, রোমান, গ্রিক ও ভান্দালদের মতো বিভিন্ন জাতির বসবাস ছিল। অগ্নিপূজা, ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টধর্মের চর্চা হতো সেখানে। কালক্রমে খ্রিষ্টধর্ম উত্তর আফ্রিকায় তাদের অবস্থান করে নেয়; কিন্তু সময়ের আবর্তে ক্যাথলিক ও অর্থোডক্সের মধ্যে দেখা দেয় তীব্র মতভেদ ও বিভেদ। বিভেদ ও সংঘাত তাদের রাষ্ট্রকাঠামোর মূলে আঘাত হানে। বিশৃঙ্খলা ও হানাহানিতে তারা স্বভাবজাতভাবে নতুন কোনো বিকল্প খুঁজতে থাকে।

এহেন মুহূর্তে উমর রা.-এর নির্দেশে ইসলামের শাশ্বত বাণী নিয়ে লিবিয়ার বারকায় উপস্থিত হন মহান সাহাবি আমর ইবনুল আস রা.। একের পর এক অভিযানে আবদুল্লাহ ইবনু সাআদ ইবনু আবিস সারহ, মুআবিয়া ইবনু হুদাইজ, উকবা ইবনু নাফি, আবুল মুহাজির, জুহাইর ইবনু কায়েস, হাসসান ইবনু নুমান ও মুসা ইবনু নুসাইর আল লাখমির মতো মহান মানুষেরা নেতৃত্ব দেন।

তাঁদের নেতৃত্বে কল্যাণকর ও স্বভাবধর্ম ইসলাম উত্তর আফ্রিকায় বিকশিত হতে থাকে। স্থানীয় জনগণ এই মহান ধর্মের জন্য তাদের জীবনকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন। নতুন ধর্মে আগত মানুষদের মধ্যে ইসলামের শাশ্বত আকিদা-বিশ্বাস ও মূল প্রাণ বিতরণ করতে এগিয়ে আসেন ফকিহ সাহাবির এক বিশাল জামাআত। যাঁদের মধ্যে অন্যতম আলি রা.-এর পুত্রদ্বয় হাসান ও হুসাইন, আবু জার গিফারি, মিকদাদ ইবনু আমর, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস, ইবনু উমর, ইবনু মাসউদ রা. প্রমুখ।

উত্তর আফ্রিকায় মুজাহিদ ও দায়িদের সোনালি ছোঁয়ায় গড়ে ওঠা কায়রাওয়ান শহর এবং বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনবদ্য সব ঘটনা *আল-ফাতহুল ইসলামি ফিশ-শিমালিল ইফরিকি* গ্রন্থে তুলে ধরেন প্রখ্যাত ইতিহাসগবেষক ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি। লিবিয়ার বাসিন্দা হিসেবে লেখক ইসলামপূর্ব সময় এবং তৎকালীন ধর্ম ও জাতি সম্পর্কে বিশদ বিবরণের পাশাপাশি গ্রন্থটিকে সাহাবি ও তাবিয়িদের ইমানদীপ্ত দাস্তান দিয়ে সাজিয়েছেন।

গ্রন্থটির অনুবাদে অনেকের সহযোগিতা নিয়েছি; যাদের অনুল্লেখ অকৃতজ্ঞতা হবে।

আমার মা—যাঁর দৃঢ়চেতা মনোভাব ও সাহসিকতা ছাড়া ইলমে দীনের এই সরোবরের সন্ধান পেতাম না। স্বভাবকবি বাল্যবন্ধু মাকসুদুর রহমান কাসেমির প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা; আরবি কবিতার অনুবাদে যার সহযোগিতা আমার একমাত্র পাথেয় ছিল। শ্যালক সৈয়দ জাহিদুল হক অনুবাদ অব্যাহত রাখতে সহযোগিতা অবারিত রেখেছে। কৃতজ্ঞতায় লেখক ইমরান রাইহানের কথা উল্লেখ করতেই হয়, যিনি প্রতিশ্রুতিশীল প্রকাশক শ্রদ্ধেয় আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। প্রকাশক শ্রদ্ধেয় আবুল কালাম আজাদ ভাইয়ের অভিভাবকসুলভ তত্ত্বাবধান ছাড়া গ্রন্থটির অনুবাদ সম্পন্ন হওয়া দুরূহ ছিল, তাই তাঁর জন্য রইল কল্যাণ কামনা। তাছাড়াও সহকর্মী থেকে শুরু করে অনেকে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

সুন্দর, সহজপাঠ্য ও নির্ভুল অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু মানুষ হিসেবে ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি, অসামঞ্জস্যতা ও ভাষাপ্রয়োগের জটিলতা থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। আশা করি পাঠক তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং কল্যাণকামিতার মনোভাব থেকে জানাবেন। আমরা ইনশাআল্লাহ আপনাদের পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্ব ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনা করব।

মুজাহিদুল ইসলাম
উম্মুল কুরা একাডেমি
খুলনা

সূচিপত্র

ভূমিকা # ১৫

প্রথম অধ্যায়

মুসলিম বিজয়পূর্ব উত্তর-আফ্রিকার দৃশ্যপট # ১৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

আফ্রিকার অধিবাসী # ২০

এক : আফ্রিকা শব্দের উৎস ও উদ্দিষ্ট জাতি ২০
দুই : জাতিগোষ্ঠী ২১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উত্তর-আফ্রিকার ধর্মদর্শন ও সীমানা # ২৭

এক : অগ্নিপূজকের ধর্ম ২৭
দুই : ইয়াহুদি ধর্ম ২৭
তিন : খ্রিষ্টধর্ম ২৮
চার : উত্তর-আফ্রিকার সীমানা ৩২

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামের বিজয়পূর্ব লিবিয়া # ৩৪

প্রথম পরিচ্ছেদ

লিবিয়ার বৈশিষ্ট্য # ৩৫

এক : লিবিয়া নামকরণের কারণ ৩৫

দুই : প্রত্নতত্ত্বে লিবিয়া ২৬
তিন : লিবিয়ার সীমারেখা ৩৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামের বিজয়পূর্ব লিবিয়ার জনগোষ্ঠী # ৩৮

এক : বার্বার জাতি ৩৮
দুই : কারামানতি জাতি ৩৯
তিন : ফিনিশীয় জাতি ৪০
চার : কার্থেজিনা জাতি ৪৪
পাঁচ : রোমান জাতি ৪৫
ছয় : ভান্দাল জাতি ৪৭
সাত : গ্রিক জাতি ৫২
আট : নোমিডিয়া জাতি ৫৬

তৃতীয় অধ্যায়

উত্তর-আফ্রিকায় ইসলামের বিজয় # ৬১

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামের বিজয়ের প্রেক্ষাপট # ৬২

এক : মুসলিমজাতি ও তাদের ভূমিকা ৬২
দুই : ইসলামের বিজয়ের সুসংবাদ ৬৪
তিন : প্রাচ্যবিদদের উৎপত্তি, সংশয় ও জবাব ৬৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামের বিজয়ের সূচনা # ৭৩

এক : বিজয়ের পূর্বাভাস ৭৩
দুই : বারকা শহরে আমর ইবনুল আসের অভিযান ৭৩
তিন : ত্রিপোলি শহরে আমর ইবনুল আসের অভিযান ৭৮
চার : সাবরাতা শহরে আমর ইবনুল আসের অভিযান ৭৯
পাঁচ : শারুসে আমরের অভিযান এবং মিসরে ফিরে আসা ৮১
ছয় : লিবিয়া বিজেতা ৮২

সাত : আমর ইবনুল আসের নেতৃত্বগুণ ৮৪
আট : সামরিক কৌশলের নীতিমালা ৮৭
নয় : রাসূলের যুগে আমর ইবনুল আসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ৮৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বারকা, ত্রিপোলি ও লিবিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে ইসলামের ভিত্তি স্থাপন # ৯৭

এক : আফ্রিকায় আবদুল্লাহ ইবনু সাআদের অভিযান ৯৭
দুই : আফ্রিকা (তিউনিসিয়া) বিজয়ী বীর আবদুল্লাহ ইবনু সাআদ ইবনু আবিস সারহ ১০৩
তিন : আবদুল্লাহ ইবনু সাআদের মর্যাদা ১০৫
চার : সামরিক কৌশল-বিষয়ক মূলনীতি ১০৮
পাঁচ : নেতৃত্বের অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ১০৯
ছয় : উমর ও উসমান রা.-এর খিলাফতকালে তাঁর অবদান ১০৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুআবিয়া ইবনু হুদাইজ ও তাঁর সময়ের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য # ১১১

এক : মুআবিয়া ইবনু হুদাইজের লিবিয়া ও আফ্রিকা অভিযান ১১২
দুই : মুআবিয়া ইবনু হুদাইজের সংক্ষিপ্ত জীবনী ১১৪

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উত্তর-আফ্রিকা বিজয়ী উকবা ইবনু নাফি # ১২০

এক : কল্যাণময় বিজয়ের সূচনা ১২০
দুই : উত্তর-আফ্রিকায় প্রথম মুসলিম শহর নির্মাণ ১২২
তিন : মরক্কো বিজেতার সংক্ষিপ্ত জীবনী ১২৩
চার : উকবা ইবনু নাফির গুণাবলি ১২৬
পাঁচ : অনন্য নেতৃত্বগুণ ১৩৬

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মধ্য-মরক্কো ও দূর-মরক্কো বিজয়ী # ১৩৯

এক : আবুল মুহাজির দিনার ১৩৯
দুই : নেতৃত্বগুণ ও যুদ্ধনীতি ১৪৩
তিন : জুহায়ের ইবনু কায়েস বালাবি ১৪৫
চার : হাসসান ইবনু নুমান গাসসানি ১৫১

পাঁচ : মুসা ইবনু নুসায়ের লাখমি ১৬৯
ছয় : আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের ইবনুল আওয়াম ১৯৩
সাত : আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান উমাবি ২০৭
আট : রুওয়াইফা ইবনু সাবিত আনসারি ২১৩

চতুর্থ অধ্যায়

গভর্নরদের শাসনকাল # ২১৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

'কিতাব দেখাবে পথ, তরবারি করবে সাহায্য' # ২১৮

এক : উত্তর-আফ্রিকায় বিভিন্ন দাওয়াতি কাফেলা ও মুজাহিদবাহিনী ২১৮
দুই : উত্তর-আফ্রিকায় ইসলামের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ২২৪
তিন : আফ্রিকায় ইসলামি বিজয় বিকাশে কায়রাওয়ানের গুরুত্ব ২২৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কায়রাওয়ানে অবস্থানকারী সাহাবিরা # ২৩১

এক : লিবিয়া ও কায়রাওয়ানে আগত সাহাবিদের সংখ্যা ২৩১
দুই : কায়রাওয়ান ও আফ্রিকায় হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবিদের প্রভাব ২৩২
তিন : হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবিরা ২৩৬

সারাংশ # ২৫৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই আশ্রয় চাই, তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহর কাছে আমাদের কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ আচরণ থেকে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, তাকে কেউ পথহারা করতে পারে না; আর তিনি যাকে পথহারা করেন, কেউ তাকে পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

> হে মুমিনরা, অন্তরে আল্লাহকে সেভাবে ভয় করো, যেভাবে করা উচিত। সাবধান, অন্য কোনো অবস্থায় যেন তোমাদের মৃত্যু না আসে বরং এই অবস্থায় যেন আসে যে, তোমরা মুসলিম। [সূরা আলে ইমরান : ১০৩]
>
> হে লোকসকল, নিজ প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং তাঁরই থেকে তাঁর স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাঁদের উভয় থেকে বহু নর-নারী (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর অসিলা দিয়ে তোমরা একে অন্যের কাছে নিজেদের হক চেয়ে থাকো এবং আত্মীয়দের (অধিকার খর্ব করা)-কে ভয় করো। নিশ্চিত জেনে রেখো, আল্লাহ তোমাদের প্রতি লক্ষ রাখছেন। [সূরা নিসা : ১]
>
> হে মুমিনরা, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্য-সঠিক কথা বলো। তাহলে আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলি শুধরে দেবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে মহা সাফল্য অর্জন করে। [সূরা আহজাব : ৭০-৭১]

হে আমার প্রতিপালক, আপনার জন্য সকল প্রশংসা, যে প্রশংসা আপনার মহান মর্যাদা ও প্রবল শক্তির উপযোগী। আপনারই প্রশংসা, আপনি খুশি হওয়া পর্যন্ত। আপনারই প্রশংসা, যখন আপনি খুশি হন।

হামদ ও সালাতের পর, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের নাম দিয়েছি *আল-ফাতহুল ইসলামি ফিশ-শিমালিল আফরিকি*। আমি গ্রন্থের **প্রথম অধ্যায়ে** উত্তর-আফ্রিকার অধিবাসী, আফ্রিকা শব্দের উৎপত্তি, উদ্দিষ্ট অর্থ এবং ইসলামি বিজয়ের আগে উত্তর-আফ্রিকার জনসমষ্টি ও ধর্মাচার নিয়ে আলোচনা করেছি। **দ্বিতীয় অধ্যায়ে** আলোচনা করেছি ইসলামের বিজয়ের আগে লিবিয়ার অবস্থা; ইসলামের ছায়াতলে আসার আগে লিবিয়ার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, নামকরণ ও পুরাতত্ত্বে তার অবস্থান। এ আলোচনায় লিবিয়ার সীমানা, অধিবাসী এবং জাতীয়তাকেও অন্তর্ভুক্ত করেছি। **তৃতীয় অধ্যায়ে** আলোচনা করেছি উত্তর-আফ্রিকায় ইসলামের বিজয়, বিজয়ের রহস্য ও মুসলিমদের অগ্রণী ভূমিকা সম্পর্কে। পাশাপাশি প্রাচ্যবিদদের[১] বিভিন্ন অসার দাবি ও সন্দেহ-সংশয়কে খণ্ডন করেছি। উদ্ধৃত করেছি উত্তর-আফ্রিকায় মুসলিমদের বিজয়ের সূচনার কথা। সন্নিবেশিত করেছি আমর ইবনুল আস রা. কর্তৃক ত্রিপোলি, সাবরাতা (Sabratha), শারুস (Shross)—এ সফল অভিযানের পর মিসরে তাঁর প্রত্যাবর্তনের কথা।

বিশেষ করে লিবিয়া-বিজেতা আমর ইবনুল আস রা.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনার পাশাপাশি রাসুল ﷺ-এর যুগে তাঁর সামরিক কৌশল ও কর্মতৎপরতার কথাও উল্লেখ করেছি। তদ্রূপ এই অঞ্চলে ইসলামের ভিত মজবুত করার ক্ষেত্রে মুসলিমদের বিভিন্ন কর্মকৌশলের আলাপ উঠে এসেছে বিভিন্ন ছত্রে।

আবদুল্লাহ ইবনু সাআদ রা.-এর আফ্রিকায় (তিউনিসিয়া) অভিযানের বিবরণ এনে তাঁর জীবনী, যুদ্ধনীতি ও গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বগুণ উল্লেখ করেছি। তা ছাড়া উমর ও উসমান রা.-এর যুগে তাঁর বেশকিছু উল্লেখযোগ্য কর্মতৎপরতার ফিরিস্তিও অন্তর্ভুক্ত করেছি।

মুআবিয়া ইবনু হুদাইজ রা.-এর জীবনী এবং আফ্রিকা ও লিবিয়ায় তাঁর অভিযান সম্পর্কে আলোচনা করেছি। উত্তর-আফ্রিকা বিজেতা উকবা ইবনু নাফি রাহ. থেকে শুরু করে এই পবিত্র বিজয়াভিযানের সূচনা ও প্রথম ইসলামি শহর নির্মাণের আলোচনাও করেছি। এ আলোচনায় উকবার জীবনী উল্লেখের পাশাপাশি তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব, প্রশংসিত গুণাবলি ও বিচক্ষণ নেতৃত্বগুণ স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া মরক্কোর মধ্যবর্তী অঞ্চলসমূহ বিজয়ীদের আলোচনা করেছি। যেমন : আবুল মুহাজির, জুহায়ের ইবনু কায়েস বালাবি রা., হাসসান ইবনু নুমান আজদি গাসসানি রাহ., মুসা ইবনু নুসায়ের লাখমি রাহ., আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের আসদি কুরাইশি রা., আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান উমাবি রাহ. ও রুওয়াইফা ইবনু সাবিত আনসারি রা.।

---

[১] প্রাচ্যবিদ বলতে সহজকথায় 'আরব-ইসলামি ইতিহাস শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিয়ে চর্চাকারী ইউরোপকেন্দ্রিক-অমুসলিমকে বোঝায়'—অনুবাদক।

চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন ধর্মপ্রচারক (দায়ি), জানবাজ মুজাহিদবাহিনী এবং সে-সকল সাহাবির আলোচনা, যাঁরা উত্তর-আফ্রিকায় এসে কায়রাওয়ানে তাঁদের স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছিলেন। কায়রাওয়ান ও আফ্রিকায় সুন্নাহের প্রচার-প্রসারে হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবিদের কর্ম ও প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছি। মূল আলোচনার শেষে আমাদের এই গবেষণামূলক আলোচনার সারসংক্ষেপ উদ্ধৃত করেছি।

পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে আশা করি, তিনি তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এই কাজ কবুল করবেন, এ গ্রন্থের প্রতিটি অক্ষরের বিনিময় আমার মিজানের পাল্লায় দেবেন। আরও কামনা করি, যাঁরা এই গ্রন্থের পূর্ণতাদানে তাঁদের সবটুকু দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন—তাঁদেরও উত্তম বিনিময়। বিশেষভাবে স্মরণ করছি শ্রদ্ধেয় ভাই আবদুল হাকিম সাদিক ফায়তুরিকে, যিনি গ্রন্থটির পরিমার্জন, পর্যালোচনা ও মুদ্রণের তত্ত্বাবধান করেছেন।

হে আল্লাহ, আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি; আপনি চির প্রশংসাময়। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ছাড়া কোনো উপযুক্ত উপাস্য নেই। আপনার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। আপনার কাছেই তাওবা করি। আর আমাদের শেষ কথা ও মিনতি এটিই যে, সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

প্রথম অধ্যায়

মুসলিম বিজয়পূর্ব উত্তর-আফ্রিকার দৃশ্যপট

লিবিয়ার ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে উত্তর-আফ্রিকার নাম, পরিচয়, মানচিত্র, অধিবাসী ও ধর্মদর্শন ইত্যাদি সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই সামনে চলে আসে। এ আলোচনার ফলে এসব অঞ্চলের সামগ্রিক দৃশ্যপট পাঠকের কল্পনায় স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। সর্বস্তরের পাঠক তৎকালীন রাজনৈতিক, সামরিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সহজেই একটা স্বচ্ছ ধারণা লাভ করবে। গ্রহণ করতে পারবে অতীতের বস্তুনিষ্ঠ শিক্ষা ও জীবন গঠনকারী উপদেশ।

যেহেতু কোনোকিছুর সঠিক মূল্যায়ন নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গির অংশ, এই বিবেচনায় আমার গ্রন্থটি প্রণয়নের উদ্দেশ্য সার্থক হবে বলে আশাবাদী।[১]

[১] কাদাতু ফাতহিল মাগরিবিল আরাবি, মাহমুদ শিত খাত্তাব : ১/১৩-১৪।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আফ্রিকার অধিবাসী

এক. আফ্রিকা শব্দের উৎস ও উদ্দিষ্ট জাতি

কাদাতু ফাতহিল মাগরিবিল আরাবি গ্রন্থে আছে, ফিনিশীয়রা[*] তাদের প্রাচীন শহর উতিকা (Utica) ও আধুনিক শহর কার্টেজিনার পার্শ্ববর্তী দেশের অধিবাসীদের বোঝাতে আফরি (Aphri) শব্দটা ব্যবহার করত। মরক্কোর আদি অধিবাসীদের জন্য পরবর্তীকালে গ্রিকরা আফ্রিকা শব্দটা ব্যবহার করে। তৎকালীন মরক্কোর সীমান্ত মিসর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখন থেকে এ অঞ্চল আফ্রিকা বা আফরিদের দেশ হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে। তৎকালীন রোমান সাম্রাজ্য ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে (আফ্রিকার) যেসব অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে, কালক্রমে তা আফ্রিকা শব্দে পরিচিত হয়ে ওঠে। ফলে আফ্রিকার মূল ভূখণ্ড বর্তমান তিউনিসিয়ার উত্তরাঞ্চল এবং ফেজান পর্যন্ত বিস্তৃত মধ্যাঞ্চল আফ্রিকান কায়সারিয়া তথা রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন আফ্রিকার রোমান সাম্রাজ্যভুক্ত অপর ভূখণ্ড অর্থাৎ, বর্তমান আলজেরিয়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে নোমিডিয়া (Numidia) ও এর নিকটবর্তী এলাকাকে মৌরিতানিয়া বলা হতো। মৌরিতানিয়ায় একই সঙ্গে রোমান ও তানজিয়া সাম্রাজ্যের শাসন চলত।

সারকথা, 'বারকা' থেকে তানজিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এ মহাদেশের রোমান সাম্রাজ্যের শাসনাধীন সব অঞ্চলই আফ্রিকার আওতাভুক্ত ছিল। আর আরবরা ইফরিকিয়া (Ifriquya) শব্দটা বাইজেন্টাইনদের থেকেই গ্রহণ করেছিল। শুরুর দিকে এ শব্দের মাধ্যমে মিসরের পশ্চিম ভূখণ্ড থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সব অঞ্চল বোঝানো হতো। তৎকালীন ইফরিকিয়ার উদ্দিষ্ট দেশাঞ্চল ছিল এটা, যা মরক্কোর উদ্দিষ্ট দেশাঞ্চলের প্রায় সমান।

আর ইফরিকিয়ার বিশেষ অঞ্চল বলতে মরক্কোর উত্তরাঞ্চলসমূহ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এর আয়তন ছিল ত্রিপোলির পশ্চিমের কিছু অঞ্চলসহ বর্তমান তিউনিসিয়া

[*] ফিনিশীয় : আরবি ফিনিকিয়াহ; প্রাচীন সেমেটিক জনগোষ্ঠী; আধুনিক সিরিয়া ও লেবাননের উপকূলে বসবাসকারী। —অনুবাদক।

ও আলজেরিয়ার পূর্ব-সীমান্ত থেকে কনস্টান্টিনোপলের শাসনাধীন বিজায়া[৪] (Bejaia) পর্যন্ত। সুতরাং এ বিবেচনায় মরক্কোর প্রথম ভূ-অঞ্চল হলো ইফরিকিয়ার ভূখণ্ড।

মাগরিব বা মরক্কোর উদ্দিষ্ট অর্থ : মাগরিব বা মরক্কো দ্বারা যেসব অঞ্চল বোঝানো হয়, সে সম্পর্কে *কাদাতু ফাতহিল মাগরিবিল আরাবি* গ্রন্থে রয়েছে, মরক্কো বলতে মিসরের পশ্চিমাঞ্চলের সমগ্র এলাকা, আফ্রিকা মহাদেশ, বর্তমান লিবিয়া,[৫] তিউনিসিয়া এবং সুদানের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত মরুভূমিসহ আলজেরিয়াকে বোঝানো হতো। নিকট-অতীতেও মরক্কোর দক্ষিণাঞ্চলের নাম মারাকেশ ছিল এবং স্বাভাবিকভাবে দক্ষিণ দিকে সেনেগাল ও নাইজার সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

আগেকার লেখকেরা ইফরিকিয়ার পশ্চিমাঞ্চল থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে মরক্কো বলে আখ্যায়িত করতেন। তাদের লেখায় পাওয়া যায়, হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের দাস ইয়াজিদ ইবনু আবু মুসলিম সাকাফি ছিলেন ইফরিকিয়া ও মরক্কোর শাসক। এ থেকে স্পষ্ট যে, মরক্কো ইফরিকিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং মারাকেশ হলো দূর মরক্কো আর বর্তমানের আলজেরিয়া হলো মধ্য-মরক্কো। মুলুইয়া উপত্যকা থেকে আসা নদী হলো দূর মরক্কো ও মধ্য-মরক্কোর মধ্যকার বিভক্তিরেখা কিংবা এর বিভক্তিরেখা হিসেবে তিলিমসান (Tlemcen) এবং তারা (Tara) শহর[৬] দুটির মধ্যবর্তী স্থানকে দূর মরক্কো ও মধ্য-মরক্কোর বিভক্তিরেখা হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং কায়রাওয়ান বা বর্তমান তিউনিসিয়া হলো নিকট মরক্কো।[৭]

দুই. জাতিগোষ্ঠী

১. বার্বার (Barbar) জাতি

কাদাতু ফাতহিল মাগরিবিল আরাবি গ্রন্থকার বলেন, বার্বাররা ছিল মরক্কোর আদিবাসী। মরক্কো বলতে পশ্চিম মিসরের সীমানা থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড উদ্দেশ্য। বার্বাররাই উত্তর-আফ্রিকার সবচেয়ে প্রাচীন জনগোষ্ঠী। যৌক্তিকতার বিচারে অর্থের বিবর্তনসহ আরবরা বার্বার শব্দটি ল্যাটিন Barbar শব্দ থেকে গ্রহণ করেছে। কারণ, ল্যাটিন আফ্রিকানরা এ শব্দটি ব্যবহার করত আদিবাসী অর্থে।

আরব লেখকদের রচনায় 'বার্বার' শব্দের ব্যাখ্যায় একাধিক মত এসেছে। সেসব মতকে দুভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত, বার্বার শব্দের ভাষিক ব্যাখ্যা। অনারবি

---

[৪] বর্তমান আলজেরিয়ার একটি শহর। — অনুবাদক।

[৫] বর্তমান লিবিয়া তৎকালে বারকা, ত্রিপোলি ও ফেজান রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত ছিল।

[৬] তিলিমসান ও তারা যথাক্রমে বর্তমান আলজেরিয়া ও রাশিয়ার দুটি শহর। — অনুবাদক।

[৭] *কাদাতু ফাতহিল মাগরিবিল আরাবি*, মাহমুদ খাত্তাব : ১/১৪-১৫।